০১-০৯-১৭ প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু রাবণ। একমাত্র জ্ঞান আর যোগের বল দ্বারাই তার উপর বিজয় প্রাপ্ত করা যায়। অতএব তোমাদের অবশ্যই তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হতেই হবে"

প্রশ্ন :- সূক্ষ্ম থেকেও অতি সূক্ষ্ম আর গুহ্য ব্যাপার কোনটি, তোমরা যা বুঝতে পেরেছো এখন ?

উত্তর :- সবথেকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপার হলো, বেহদের এই অবিনাশী নাটক, যা সেকেন্ডে সেকেন্ডে, প্রতি সেকেন্ডেই চিত্রিত হতে থাকছে অবিনাশী চিত্রনাট্যে। ৫ হাজার বছর পর যার আবারও পুনরাবৃত্তি ঘটবে। প্রতিটা মুহূর্তেই যা কিছু ঘটে চলেছে, কল্প পূর্বেও ঠিক তেমনটি ঘাটেছিল। সবকিছু ঘটে নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারেই। তাই এতে ঘাবড়াবার কিছু নেই। যা কিছু ঘটে চলেছে, তা নতুন কিছু নয় (নাথিং নিউ)। সেকেন্ডে সেকেন্ডে প্রতি সেকেন্ডেই নাটকের চিত্রনাট্য ক্রমাগত ঘুরেই চলেছে। পুরোনো ঘটনাগুলি মুছে যেতে থাকে আর সেই স্থানে নতুন করে অঙ্কিত হতে থাকে। যেগুলি আমরা কর্ম-কর্তব্যের পার্ট করতে থাকি, সেগুলিই চিত্রাঙ্কিত হতে থাকে চিত্রপটে। এই গভীর গুহ্য কথার তাতপর্য অন্যেরা কেউ বুঝতেই পারবে না।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায় .....

ওঁম্ শান্তি! বাচ্চারা, তোমরা যে গীত শুনলে তাতে জানতে পারলে, দুঃখ-কষ্টের হাত থেকে লাঘব পেতে চাইলে, কেবলমাত্র এই এক'কেই অবলম্বন করতে হবে। তাই তো এই ভগবানের উদ্দেশ্যে এমন গুণগানের কীর্তন করা হয়- একমাত্র তুমিই দুঃখ হর্তা-সুখের কর্তা। অতএব এতে অবশ্যই নিশ্চয় হয় যে, এক ও একমাত্র ভগবান স্বয়ং এসে সবার দুঃখ-কষ্টকে হরণ করে বাচ্চাদেরকে সুখ-শান্তির আশীর্ব্বাদী-বর্সা পূর্বেও কখনও অবশ্যই দিয়েছিলেন, আর তারই সুপ্ত স্মৃতিতে ওনার এত গুণ-কীর্তন করা হয়। কিন্তু জগতের লোকেরা কল্পের আয়ুকে এত লম্বা-চওড়া ভাবার কারণে তারাই এখন সেসবের কিছুই বুঝে উঠতে পারছে না। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা তা বুঝতে পারছো, এই বাবাই তোমাদের সুখ-ধামের আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন আর রাবণ দেয় দুঃখ-ধামের আশীর্ব্বাদ। সত্যযুগের স্বর্গ-রাজ্যে থাকে অপার সুখ, কলিযুগের নরক-রাজ্যে তেমনি অপার দুঃখ। লোকেদের বুদ্ধিতে এটাই তো জানা নেই যে, কে সেই দুঃখ-হর্তা ও সুখ-কর্তা। অথচ এ কথাও তারা ভাবে, এমন কর্ম-কর্তব্যের কার্য অবশ্যই সেই পরমপিতা পরমাত্মারই হবে। একদা এই ভারত-ভূমিতেই সেই সত্যযুগ ছিল। তখন সেখানে লক্ষ্মী-নারায়ণ রাজত্ব করতেন। শাস্ত্রে তার উল্লেখ থাকা সত্ত্বেও আবার সেই শাস্ত্রের মাধ্যমে এমন ভুল তথ্যও লোকেরা জানে যে, সেই সময়কালে সেখানে কংস, জরাসন্ধ, রাবণ ইত্যাদিদের অবস্থানও ছিল। আর এই কারণেই কোনও কিছুরই প্রকৃত সত্যটা তারা জানতে পারে না। কিন্তু তোমরা তা জানো, এ সবই বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের অবিনাশী নাটকের খেলার অঙ্গ মাত্র। তোমরা এও জানো যে, তোমাদের প্রধান শত্রু রাবণ। তোমরাই দেবতারা কল্পের শুরুর দিকে স্বর্গ-রাজ্যে রাজত্ব করো, এরপর ধীরে ধীরে অপবিত্র হতে হতে বাম-মার্গে যখন পৌঁছে যাও, তখন তোমরা তোমাদের সেই রাজ্যের রাজত্বও খুইয়ে দাও। এই কথাগুলি তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই কেবল জানো। অন্য কোনও শত্রুর প্রতি লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন নেই। তোমরা যাকে মহাশত্রু ভাবো - তা অন্যেরা ভাবতেই পারে না। এই মহাশত্রু রাবণের থেকে বিজয় পেতেই হবে তোমাদের। যে ভারতেরও প্রধান শত্রু। শিববাবাও এই ভারত-ভূমিতেই জন্ম নেন। প্রতি কল্পেই পরমপিতা-

পরমাত্মার এটাই জন্মভূমি। তাই ভারতের লোকেরাও সেই স্মৃতিতে ওনার জন্মদিন 'শিবজয়ন্তী' পালন করে। কিন্তু এটাই তাদের কারও জানা নেই যে, উনি এসে কি করেন। তোমরা তো এটাও জেনেছো যে, এই ভারতভূমিই একদা সর্ব-ক্ষেত্রেই সবার থেকে উন্নত দেশ ছিল। ধনবানের থেকেও ১০০ শতাংশ ধনবান, তেমনই স্বাস্থবান ও সুখী দেশ ছিল। অন্যান্য ধর্মের লোকেরা যা হতেই পারে না।

লক্ষ্য করো, বাবা বসে বসে কাদের এসব শোনাচ্ছেন ! অবলাদের, কুব্জাদের ও সাধারণ লোকেদেরকেই। বিত্তবান লোকেরা তো কেবল তাদের ধন-সম্পদেই খুশী থাকে। কিন্তু সেই হিসাবে তোমরা গরীব থেকেও অতি গরীব। এত উচ্চ-স্তরের এই জ্ঞান, যার গুরুত্বও অপরিসীম, যা বিত্তবানদেরই সর্বাগ্রে এই জ্ঞানের পাঠ পড়া উচিত। কিন্তু না - এই জ্ঞানের পাঠ গ্রহণে আগ্রহী কেবল গরীবেরা ও সাধারণ লোকেরা। যদি কোনও শাস্ত্রাদি তোমার পড়া বা জানা না থাকে, তবে তো খুবই ভাল। বাবা জানাচ্ছেন, ইতিপূর্বে যা কিছু পড়েছো ও জেনেছো-তা সবকিছুই ভুলে যাও এখন। আমি যা শোনাব, তা সম্পূর্ণই নতুন কথা। তোমাদের প্রথম ও প্রধান শত্রুই হলো রাবণ। বাচ্চারা, জ্ঞান আর যোগের বলের দ্বারা তোমাদেরকে তার থেকে বিজয় প্রাপ্ত করতে হয়। প্রতি কল্পের মতনই অর্থাৎ ৫-হাজার বছর পূর্বে, বাবা তোমাদের এভাবেই রাজযোগ শিখিয়েছিলেন। যার ফলে তোমরা সেই রাজত্ব পেয়েছিলে। মায়ার উপর জয় পাবার জন্য বাবা এখন আবার সেই রাজযোগই শেখাচ্ছেন তোমাদের। একেই জ্ঞান আর যোগের বল বলা হয়। বাবা অর্থাৎ পরমাত্মা তোমাদের আত্মাদেরকেই বলছেন ওঁনার স্মরণে থাকতে। ভগবান তো নিরাকার। তবুও ওনাকে এই দুনিয়ায় অবশ্যই আসতে হয়, তোমাদেরকে রাজযোগ শেখাবার জন্য। এদিকে ব্রহ্মাও বৃদ্ধ। অনেক জন্মের শেষে, এই জন্মই ওনার অন্তিম জন্ম। ভারতে গীতা ইত্যাদি শাস্ত্র শোনাবার লোক তো অনেক আছে। কিন্তু একথা কেউ বলতে পারে না যে, বিকার রূপী রাবণের উপর তোমাদের বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। আবার এমনটাও কেউ জানায় না একমাত্র পরমাত্মাকেই প্রতি নিয়ত স্মরণ করো। যা কেবল মাত্র এই পরমাত্মা বাবা এসেই আত্মাদের বলেন, "আত্ম-অভিমানী হও।" যত বেশী আত্ম-অভিমানী হতে পারবে, ততই সহজে বাবাকে স্মরণ করতে পারবে আর ততই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় পৌঁছতে পারবে। তোমরা তো তা জানোই, পূর্বে তোমরাই কখনও সতোপ্রধান দেবী-দেবতা ছিলে। যা এখন আসুরী অবস্থায় রয়েছো। কর্ম-কর্তব্যের ৮৪-জন্মও তোমাদের পুরো হচ্ছে। বর্তমানের এই জন্মটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম।

বাচ্চারা, তোমরা এটাও অনুভব করো যে, পরমাত্মা বাবা স্বয়ং ব্যাখ্যা করে তোমাদের এগুলি বুঝিয়ে থাকেন। একমাত্র উনি জ্ঞানের সাগর, পবিত্রতার সাগর। উনি এখন তোমাদেরকে ওনার মতনই তৈরী করার প্রয়াস করছেন। সত্যযুগে এই জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তখন আত্মাদের স্মৃতিতে এও থাকে না যে, পরমপিতা পরমাত্মার প্রয়াসে সেই রাজ্য-ভাগ্য লাভ হয়েছিল। অথচ অজ্ঞান কালেও মানুষেরা বলে, আমার যা কিছু আছে তা সবকিছুই তো ঈশ্বরের দান। সেখানে (স্বর্গ-রাজ্যে) তো এমন কিছুও ভাবে না, আত্মার কেবল তাদের প্রালব্ধের সুফল ভোগেতেই মত্ত থাকে। নিদেনপক্ষে ঈশ্বরের নামটুকুও যদি স্মরণে থাকে, তবেই তো তা মনে করবে- বাবা আপনি কত সুন্দর এই রাজত্ব ভোগের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন আমাদের। কিন্তু কোন সময়কালে, কবে তার প্রাপ্তি ঘটেছে এবং কিভাবেই বা তা হয়েছে, সেসবের কিছুই তখন স্মরণ করতে পারে না। যেহেতু ধন-দৌলতের প্রাচুর্যতায় ভরা সেই দুনিয়া। সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষিত (ফুল-প্রুফ) আকাশ বিমান (এ্যারোপ্লেন) ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ সেই উন্নত জগৎ।

বাচ্চারা, একমাত্র তোমরাই তা জানো, তোমরা এখন কোন চিন্তা ধারায় নিমগ্ন রয়েছো ? আর জগতের অন্যদের চিন্তার ধারাটাই বা কি ? তোমরা এটাও অবগত যে, তাদের বল হচ্ছে বাহুবলের বল, আর তোমাদের আছে যোগের বল, যার দ্বারা তোমরা এত শক্তিশালী শত্রুকেও পরাজিত করতে পারো। এমন শক্তিশালী রাজযোগ, একমাত্র এই বাবা ছাড়া আর অন্য কেউ তা শেখাতে পারে না। বাবা জানাচ্ছেন, অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে এনার (ব্রহ্মার) শরীরে উনি প্রবেশ করে সেই শরীরকে আধার করেই সহবস্থান করেন। পূর্ব কল্পেও ঠিক একই ভাবে, এমনটাই করেছিলেন বাবা। এর পরেই বাবা ওনার নামকরণ করেন 'ব্রহ্মা'। অন্যসব বাচ্চাদের নামকরণও বাবা এই ভাবেই করেন। তোমাদের নামগুলি একেবারে ফার্স্ট-ক্লাস খুবই সুন্দর নাম। এমনকি বাবা নিজেও সবগুলি নাম মনে রাখতে পারেন না। তোমরা কেবল সাক্ষী হয়ে দেখতে থাকো, এই দুনিয়ায় কত প্রকারের হৈ-হট্টগোল, হাঙ্গামা চলতে থাকবে। কিন্তু তোমরা এখানে খুব শান্তিপূর্ণভাবে বসে একমাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে থাকবে। তোমাদের অতি প্রিয় মাতা-পিতা বলছেন: বাচ্চারা,কাম ভাবের উপর প্রথমে বিজয় প্রাপ্ত করো। এই স্মৃতিতেই রাখী-বন্ধন উৎসবের রীতি চলে আসছে। তোমরা বি.কে-রাও সেই পবিত্রতার রাখী বেঁধে থাকো। সত্যযুগ ও ত্রেতাতে এইসব উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয় না। আবার যখন ভক্তি-মার্গ আসে, তখন থেকেই এসব শুরু হতে থাকে। তাই বাবা এখন তোমাদের প্রতিজ্ঞা করাচ্ছেন যে, পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে চাইলে, নিজেকে অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। তাই একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে, সেই যোগ অগ্নিতে তোমাদের পাপ দগ্ধ হয়ে ভস্ম হতে থাকবে। তোমাদেরকে অবশ্যই এই তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় আসতেই হবে। আর এতেই অনেকে ফেল হয়ে যায়। যার চিহ্ন-স্বরূপ রামকে দেখানো হয়। কিন্তু তা আসলে কোনও হিংসার বিসয়-বস্তু নয়। তোমরাও ক্ষত্রিয় যোদ্ধা, তাই তো মায়ার উপরেও বিজয় প্রাপ্ত করতে পারো। আর যারা তা পারে না - তারা ফেল হয়ে যায়। তারা ১৬ কলা সম্পূর্ণর বদলে ১৪ কলায় পরিণত হয়। এই রীতিতেই কেউ বা সতোপ্রধান আবার কেউ বা রজোপ্রধান অবস্থার হয়। আর সেই ক্রমিক অনুসারেই পদ ও স্থান ধার্য হয় সেই রাজধানীতে। যারা নিজেদেরকে ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী হিসাবে পরিচয় দেয়, কেবল তারাই এই আশীর্ব্বাদী-বর্সার উত্তরাধিকারী। এছাড়াও যারা নিজেরা এই একই পুরুষার্থ করবে ও অন্যদেরকেও তা করাবে, আর অনেককে নিজের মতন তৈরী করার সেবা করবে-তারাও বাবার উত্তরাধিকার হতে পারবে।

এই অন্তিম জন্মেই তোমাদের তমোপ্রধান অবস্থা থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় আসতেই হবে। বর্তমানের এই ভাট্টী রুহানী ভাট্টী। (পাকিস্থানের) করাচীতে যে ভাট্টী বানানো হয়েছিল, সেটা অন্য প্রকারের। আর এটা হলো যোগের ভাট্টী-অর্থাৎ যোগবলের ভাট্টী। যার দ্বারা আত্মার সমস্ত প্রকারের ময়লা-আবর্জনা সব বেরিয়ে যায়। যেহেতু (করাচীর) সেটা ছিল বাচ্চাদের নিজস্ব উন্নতির ভাট্টী, তাই সেখানে তোমরা কারও সাথে দেখাও করতে পারতে না। কিন্তু এটা তো তোমাদের যোগের ভাট্টী। যেখানে কেবল নিজেদের জন্য পুরুষার্থের পরিশ্রম করতে হয়। আত্মাই তা অনুভব করে আর শোনে তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। অন্তিমে আত্মাই তার সেই সংস্কার সাথে করে নিয়ে যায়। বাবা উদাহরণ দেন, যেমন সৈন্যরা। তাদের আত্মারা সেই যুদ্ধের সংস্কারই বহন করে নিয়ে যায়। সেই অনুসারে তারা পরবর্তী জন্মেও যুদ্ধের ময়দানেই চলে যায়। তেমনি তোমরা বাচ্চারাও যে যার নিজের নিজের সংস্কারকে সাথে নিয়েই যাও। ঐসব আত্মারা যেমনি জাগতিক মিলিটারীতে যোগ দেয়, তেমনি তোমাদের মধ্যেও কেউ শরীর ত্যাগ করলে, এই রুহানী মিলিটারীতে এসেই যোগ দাও। মাঝপথে

নিজের নিজের কর্ম-ফলের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে দিতে হয়। তোমাদের মধ্যেই এমন উদাহরণের অনেকেই আছে। কিন্তু প্রত্যেকেরটাই তো আর বাবার কাছে জানতে চাওয়া যায় না। তখন আবার বাবা বলবেন, তা জেনেই বা তোমার কি লাভ ? তোমরা যে যার নিজের নিজের কাজ করো। প্রয়াস করো কিভাবে নিজের পাপগুলি ভস্ম হবে, সেদিকে লক্ষ্য দাও। এই যে ভোগ ইত্যাদির অনুষ্ঠান, এসবও নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারেই। যা অবিনাশী চিত্রপটে প্রতি সেকেন্ডেই চিত্রায়িত হয়ে চলেছে, নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারেই। যা আবার ৫-বছর বাদে তারই পুনরাবৃত্তি হবে। বর্তমানে যা ঘটে চলেছে, কল্প পূর্বেও ঠিক তেমনটি ঘটেছিলো। অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্য অনুসারেই সবকিছু ঘটতে থাকে। তাই এর জন্য মনে কোনও প্রশ্ন বা ভেঙ্গে পড়ার ব্যাপারই নেই। যা কিছু ঘটে চলেছে 'নাথিং নিউ'- কোনও নতুন ঘটনা নয়। প্রতি সেকেন্ডেই অবিনাশী চিত্রপটের চাকা অবিরত ঘুরেই চলেছে। পুরোনো ঘটনাগুলি যেমন মুছে যেতে থাকে, সাথে সাথে নতুন ঘটনাগুলি রেকর্ড হতে থাকে। আমরা আমাদের কর্ম-কর্তব্যের পার্টগুলি যেভাবে করতে থাকি, ওগুলিই অবিনাশী চিত্রনাট্যে অঙ্কিত হতে থাকে। এইসব গূঢ়-সূক্ষ্ম কথাগুলি কোনও শাস্ত্রেই লিপিবদ্ধ হয়নি। বাচ্চারা, প্রথমে তোমাদের নিশ্চয় করতে হবে যে, স্বর্গ-রাজ্যের স্থাপনা করেন একমাত্র এই বাবা। চিরকালই (কল্পের শুরুতে) বাবা এই ভারতভূমিকেই স্বর্গ-রাজ্যের আশীর্ব্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। আর এটাও ভাবার বিষয় যে, সেসব কিছুই কি করেই বা খুইয়ে দিলে! আসলে এসব কিছুই যে কেবল হার-জিৎ-এর খেলা। যারা মায়ার কাছে হেরে যায়, তারা তাদের সবকিছুই খুইয়ে ফেলে। মানুষেরা তো কেবল ধন-সম্পদকেই মায়া ভাবে। বাস্তবে ৫-বিকারকে মায়া বলা হয়। যেমন কারও কাছে যদি প্রচুর ধন-সম্পত্তি থাকে, লোকেরা তার বিষয়ে বলে যে, ওনার কাছে প্রচুর মায়া আছে। তারা তো এটাও জানে না যে, কোনটা প্রকৃতি আর কোনটা মায়া। দুটোর অর্থ কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন।

ম্যাগাজিনগুলিতেও তোমরা লিখতে পারো, ভারতের প্রধান শত্রু হলো রাবণ, যার কারণে ভারতের আজ এই দুর্দশা। রাবণের রাজত্ব শুরু হওয়ার সাথে সাথেই ভক্তি-মার্গও শুরু হয়ে যায়। যখন তা ব্রহ্মার রাত। এই ভক্তি-মার্গেই ভক্তরা চারিদিকে কেবল ধাক্কাই খেতে থাকে। ব্রহ্মার দিন (=) চড়তী কলা অর্থাৎ উপরে উত্তরণের সোপান, আর ব্রহ্মার রাত (=) উতরতী কলা অর্থাৎ নীচে অবরোহণের সোপান। তাই বাবা বলছেন, এখন এই মায়ারূপী রাবণের কাছে বিজয়ী অবশ্যই হতে হবে। তার জন্যই তো বাবা শ্রীমৎ দেন, যা পালন করে বাচ্চারা শ্রেষ্ঠ হতে পারে। বাবা আরও বলছেন: "আমার আদরের বাচ্চারা, তোমরা একমাত্র এই বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো। বিকর্মজীৎ হবার আর অন্য কোনও উপায় নেই।" তোমাদেরকে এখন ভক্তি-মার্গের ধাক্কা খাওয়ার হাত থেকে মুক্ত করা হয়েছে। ঘোর রাত্রির অন্ধকার এখন প্রায় শেষের দিকে, নতুন ভোরের আলো ফোটার অপেক্ষায়। দিন অর্থাৎ সুখ-শান্তি আর রাত হলো দুঃখ-অশান্তি। জগৎ-টাই এমন সুখ-দুঃখের খেলা। বাবা এসব গূঢ়-রহস্যগুলি জানিয়ে তোমাদেরকে ত্রিকালদর্শী বানাচ্ছেন। এখন তা নির্ভর করছে তোমাদের উপর, কে কতটা পুরুষার্থ করবে। বীজ আর সম্পূর্ণ গাছ (ঝাড়)-কে তোমাদের জানা উচিত। বাবা বলছেন: "বাচ্চারা, সময় আর খুব অল্পই রয়েছে। সময়ের ব্যাপারে তো এভাবেই বলা হয়, এক-মুহূর্ত, আধা- মুহূর্ত ..... তোমরা একমনে বাবাকে স্মরণ করতে থাকো আর যার যার নিজের চার্টকেও বাড়াতে থাকো আর এটাও দেখতেও হবে, নিজে কতটা শ্রীমৎ অনুসারে চলে, বাবাকে কতটা স্মরণ করতে পারছো। বাবা তো কেবল শিক্ষা দিতেই পারবেন, কিন্তু পুরুষার্থ তো নিজেদেরকেই করতে হবে। পুরুষার্থের নিমিত্তে বাবা কেবল উৎসাহ দিতে পারেন। বাবা তো তার বাচ্চাকে ভালবাসবেনই। তাই তো উঁনি প্রতি মুহূর্তেই বাচ্চা-বাচ্চা বলে ডাকতেই থাকেন। সব

আত্মারাই যে ওনার সন্তান।" সেক্ষেত্রে ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারীরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হয়ে যায়। বি.কে.-রা তাদের দাদু (শিববাবা)-র থেকে আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকে। আবার তোমরা ঈশ্বরীয় সন্তান, প্রজাপিতা ব্রহ্মার মুখের দ্বারা (মুখ-বংশাবলী) ব্রাহ্মণ হয়েছো। এরপর দেবতা-বর্ণে পৌঁছবে। এবার তো তোমাদের কাছে ব্যাপারটা পরিস্কার হলো। তোমাদের আত্মারাই ভাবে, শিববাবা পরমাত্মাই আমাদের প্রকৃত বাবা। আমি যেমন ক্ষুদ্র তারা স্বরূপ, আমাদের বাবাও তেমনি তারা স্বরূপই। আত্মারা কেউ ছোট-বড় হয় না। যদিও বাবা তারা স্বরূপ কিন্তু উনি সুপ্রীম অর্থাৎ পরম। তাই তো ওঁনাকে আমরা বাবা বলি।

এত ক্ষুদ্র আত্মার মধ্যে যাবতীয় সব জ্ঞানই ভরা থাকে। তার মানে এই নয় যে, ঈশ্বরের মধ্যে এমন শক্তি আছে যে, সে দেওয়ালকেও চূর্ণ করতে পারে। বাবা তো স্পষ্টই তা বলেন: "আমার আসার প্রধান কারণ, পূর্বের মতন আবার তোমাদের রাজযোগ শেখানো।" উনি এমনই বাবা-যিনি তার বাচ্চাদের আজ্ঞাকারী। লৌকিক জগতেও এমন হয়, বাবা তার বাচ্চার কাছে সমর্পিত হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে মহানতা কার ? বাবার ? নাকি বাচ্চার ? বাবা তার বাচ্চাকে সবকিছুই দিয়ে দেয়, শুধু তাই নয়, বাচ্চা ছোট থাকার কারণে বাবা আবার তার বাচ্চাকে যথেষ্ট সম্মানও দেন। বাচ্চারা, এখানেও বাবা তোমাদের কাছে সমর্পিত এবং আশীর্ব্বাদী-বর্সাও দেন তোমাদের। সেদিক থেকে তো বাচ্চারাই বড় হলো- তাই না! তবুও, বাবার প্রতি শ্রদ্ধা তো রাখতেই হবে। কিন্তু, আগে প্রথমে বাচ্চাকে বাবার কাছে সমর্পিত হতে হয়, তারপরেই বাবা স্বয়ং বাচ্চাদের কাছে ২১-বার সমর্পিত হয়। অন্ততঃ পক্ষে কিছু না কিছু দিয়ে সমর্পিত হতে হয়। ভক্তি-মার্গেও ঈশ্বরের নিমিত্তে কিছু না কিছু তো দিতেই হয়। তার বদলে বাবাও তখন তাদেরকে বিশেষ কিছু দেন। আর এখানে তো সে সব বেহদের ব্যাপার। বাচ্চারা, তোমরাই তো বলে থাকো, বাবা আপনি যখন আসবেন, আমরা তখন আপনার প্রতিই সমর্পিত হয়ে যাবো। আর সেই সময় তো এখনই। তাই তো বাবা তোমাদেরকে প্রশ্ন করেন: তোমার ক'টা বাচ্চা ? তখন তোমাদের মনে পড়ে যায়, শিববাবাও তো আমার বাচ্চা। এখন বলো, কোন বাচ্চার দ্বারা তোমার কল্যাণ হতে পারে ? (কেউ কেউ বলে: 'শিববাবা')। সুতরাং তাকে (শিববাবাকে) উত্তরাধিকারী বানানো উচিত কিনা! সময় এমন আসছে, যখন দাহ করার মতন লোক পর্যন্ত পাওয়া যাবে না। তাই তো বাবা বার বার বলছেন: দেহ সহ দেহের সম্বন্ধের যা কিছু সবকিছুই ত্যাগ করে ট্রাস্টী হয়ে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো। বাবা তোমাকে প্রতিনিয়ত নির্দেশ দিয়ে তোমার সেবা করতে থাকবে, যাতে তোমাকে স্বর্গ-রাজ্যের উপযুক্ত করে তোলা যায়। বাবা নিজে নিষ্কামী। একমাত্র এই এক ও একমাত্র বাবা-ই হলেন নিষ্কামী, যিনি সবার সদগতিদাতা। যিনি চির-পবিত্র। সেই বাবাই বাচ্চাদের বলছেন: বাচ্চারা, তোমরা আমার সহযোগী হও। আমার কার্যে সাহায্য করা মানে তোমরা তোমাদের নিজেকেই সাহায্য করছ। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ-ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় বাবা তার ঈশ্বরীয় বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) সর্বদা নিজের কাজেই মগন থাকবে। নিজের পাপগুলিকে ভস্ম করার কথা মনে রাখতে হবে। অন্য কোনও ব্যাপারে কোনও প্রশ্নের মধ্যেই যাবে না। নিজের সংস্কারের পরিবর্তন করার লক্ষ্যে যোগের ভাট্টীতেও থাকতে হবে।

২) দেহ সমেত সবকিছুর ভাবকেই ত্যাগ করে সম্পূর্ণ রূপে ট্রাস্টী হয়ে শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। পুরোপুরিভাবে বাবার সম্মান রক্ষা করতে হবে এবং বাবার সহযোগী হতে হবে।

বরদান :- বিন্দুরূপে স্থিত হয়ে উড়ন্ত কলায় উড়তে সমর্থ ডবল লাইট হও

বিস্তার :- সর্বদাই স্মৃতিতে রাখো যে, আমি বাবার নয়নের তারা (মণি) । নয়নের তারা অর্থাৎ যা কেবল বিন্দুরূপেই নয়নে অবস্থান করতে পারে। চোখের বিশেষত্ব ঐ বিশেষ বিন্দু দ্বারাই মানুষ দেখতে সক্ষম হয়। তাই বিন্দুরূপে থাকা - অর্থাৎ উড়ন্ত কলায় ওড়ার সাধন। বিন্দু হয়ে প্রতিটি কর্তব্য-কর্ম করতে পারলে নিজেও হাল্কা থাকতে পারবে।অন্য কোনও প্রকারের বোঝা ওঠাবার স্বভাব যেন না হয়। আমার বদলে "তোমার" - এই ভাব থাকলে দ্বিগুণ হাল্কা হয়ে যাবে। তখন স্ব-উন্নতি বা বিশ্ব-সেবার মতন কার্যেও তোমার তা বোঝা অনুভব হবে না।

স্লোগান :- বিশ্ব-পরিবর্তক সে হতে পারে যে নেগেটিভকে পজেটিভে পরিবর্তন করতে পারে।